হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-১০



রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- সালাত পরিচিতি
- সালাতের বিধান
- ইসলামের ৫টি স্তম্ভ
- সালাত আদায়ের পদ্ধতি
- সালাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
- আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত রাখা ও দাসত্ব প্রকাশ করা
- অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখা
- জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব
- মানব জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও প্রভাব

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সালাত

সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরিত শ্রেষ্ঠ উপহার । এটি ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি, ঈমানের মানদন্ড, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণায়ক, মহান রবের নৈকট্য লাভের কার্যকর মাধ্যম এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতার নিয়ামক শক্তি। ঈমানের পর সালাতই ছিল সকল নাবী-রাসূলের দাওয়াতী মিশনের সার্বজনীন আহবান। ইসলামে সালাত এমন একটি ফরয 'ইবাদাত যার প্রভাব মানব জীবনের প্রতিটি স্তর যেমন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও পারলৌকিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বিশেষ করে সলাত আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক তৈরির অনন্য মেলবন্ধন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিধায় অত্র আলোচনায় স্বল্প পরিসরে সালাতের পরিচয়, বিধান, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সালাত আদায়ের পদ্ধতি, জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও মানব জীবনে সালাতের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সালাত পরিচিতি

সালাত শব্দটি বহুমাত্রিক অর্থবোধক শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো দু'আ, দরূদ বা শুভকামনা, তাসবিহ বা পবিত্রতা বর্ণনা, রহমত বা দয়া ও অনুগ্রহ, ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। তবে অবস্থাভেদে সালাত শব্দটি আরবী অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সালাত শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ

হবে আর-রহমাত বা দয়া ও অনুগ্রহ করা। সালাত শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে আদ-দু'আ বা প্রার্থনা। সালাত শব্দটি ফিরিশতাদের সাথে সম্পৃক্ত হলে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা, তেমনিভাবে সালাত শব্দটি নাবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে এর অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। (লিসানুল 'আরাব, ৫ম খন্ড, পৃ.৩৮৬-৩৮৭) সালাতের এসব আভিধানিক অর্থের সাথে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

ইসলামী শারী'আহর পরিভাষায় কিয়াম, রুকূ' ও সিজদা বিশিষ্ট নির্ধারিত কর্মসমষ্টিকে সালাত বলে।

সায়্যিদ সাবিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফিকহুস সুন্নাহয় সালাতের পরিচয়ে বলেন,

الصلاة عبادة تتضمن أقوالا و أفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم.

'সালাত নির্দিষ্ট কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পাদিত এমন একটি 'ইবাদাতকে বুঝায় যা মহান আল্লাহর তাকবীরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা সমাপ্ত হয়।' (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃ.৯০)

সালাতের বিধান

সালাত কায়েম করা সকল মুমিনের ওপর ফরয। যা আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি পূর্ববর্তী সকল শারী'আতে সালাতের বিধান বিধিবদ্ধ থাকার সাধারণ নির্দেশ ছিল। সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

‘তাদের এছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা‘আলার ‘ইবাদাত করবে এবং সালাত কায়েম করবে।’ (সূরাহ আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫)

তেমনিভাবে কয়েকজন নাবী-রাসূলের নাম উল্লেখপূর্বক সালাতের বিশেষ নির্দেশনার কথা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي.

‘হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।’ (সূরাহ ইবরাহীম, আয়াত: ৪০)

আল্লাহ তা‘আলা ইসমা‘ঈল (আ.) সম্পর্কে বলেন,

وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّا

‘সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।’ (সূরাহ মারইয়াম, আয়াত: ৫৫)

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা ‘ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেন,

وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا .

‘আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।’ (সূরা মারইয়াম, আয়াত:৩১)

উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাত আদায়ের পদ্ধতিগত ভিন্নতা থাকলেও আদম (আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত যত নাবী-রাসূল এ পৃথিবীতে এসেছেন তাদের সকলের শারী‘আতেই সালাতের বিধান বিধিবদ্ধ ছিল। আল-কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে সালাত কায়েমের ফরযিয়াত বা আবশ্যকতা ঘোষিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো- আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

‘আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং সালাতে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (সূরাহ আল-বাকারা, আয়াত:৪৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

‘অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।’ (সূরাহ আন-নিসা, আয়াত:১০৩)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

‘আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ’(সূরাহ আর-রূম, আয়াত:৩১)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে সালাত কায়েমের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাত কায়েম করা ফরয। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহতে সালাত কায়েম করার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন: ইবন ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি:

১. আল্লাহ ব্যতিত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা

২. সালাত কায়িম করা

৩. যাকাত আদায় করা

৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং

৫. রমাযানের সিয়াম পালন করা।’ (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-০৮)

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর। তোমাদের রামাযান মাসের সিয়াম পালন কর, তোমাদের ধন-দৌলতের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের আমীরের অনুসরণ কর, তবেই তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।' (সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুল জুম'আ আন রাসূলিল্লাহ , হাদীস নং-৬১৬)

সালাত ফরয হওয়ার বিষয়টি ইজমা'র দ্বারাও স্বীকৃত। মুসলিম উম্মাহর সকল ফকীহ ও মুজতাহিদের মতে সালাত ফরয এবং যে ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করবে সে কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃ.৯০)

সালাত আদায়ের পদ্ধতি

ইসলামে সালাত একটি ফরয বিধান। এটি সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মাধ্যমে যেমন সালাতের বিধান এসেছে তদ্রুপ সালাত আদায়ের নিয়ম পদ্ধতিও তিনি নিজেই উম্মতকে শিখিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন- **صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى.**

‘তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখ।’ (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-৫৫০৯) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে সালাত আদায় করেছেন ঠিক সেভাবেই আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে। সালাতে তিনি যে অবস্থায় যা করেছেন ও বলেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীস গ্রন্থগুলোতে এসেছে। যা পর্যালোচনা করলে রাসূলুল্লাহর (সা.) এর সালাত কেন্দ্রিক কর্মতৎপরতাকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথমত: সালাত পূর্ব প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী অযু, গোসল, তায়াম্মাম ও মিসওয়াক ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা, দ্বিতীয়ত: সালাতের মধ্যে করণীয় কাজ যেমন কিবলামুখী হওয়া, তাকবীরে তাহরীমা,আল-কুরআন পাঠ, রুকূ, সিজদা, বসা ও সালামের মাধ্যমে সালাত সমাপ্ত করা, তৃতীয়ত: সালাতের শেষে যেমন সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক পঠিত বিভিন্ন মাসনূন দু‘আ ও যিকর-আযকার ইত্যাদি।

পবিত্রতা অর্জন সালাত আদায়ের পূর্বশর্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন ব্যতিত সালাত কবুল করা হয় না। পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم

مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও, তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কুনই ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ কর এবং পা গুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে পুরো শরীর পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রগ্ন হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও । আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর।’

(সূরাহ আল-মায়িদা:৫-৬)

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

‘পবিত্রতা ব্যতিত সালাত কবুল হয় না। আর খিয়ানাতের সম্পদ থেকে সাদাকা কবুল হয় না ।’ (সহীহ মুসলিম, উজূবুত তহারাত, হাদীস নং-৪২৮) অন্য একটি হাদীসে নাবী করিম (সা.)

যথাযথভাবে সালাত সম্পাদনের জন্য নিজে উত্তমরূপে অযু করতেন এবং তাঁর উম্মাতদের অযু করার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ.

‘তুমি যখন সালাতে দাড়াবে (সালাতের পূর্বে) তখন উত্তমরূপে অযু করবে।’ (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, হাদীস নং-৬২৫১)

পবিত্রতা অর্জনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাতের উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়ে দন্ডায়মান হতেন । কিবলামুখী বা মাসজিদুল হারামের অভিমুখী হওয়ার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

‘ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর।’ (সূরাহ আল-বাকারা, আয়াত:১৪৪) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও সালাতের জন্য কিবলামুখী হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত। যেমন হাদীসে এসেছে-

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ

‘যখন তুমি সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে, তখন প্রথমে তুমি যথানিয়মে অযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।’ (সহীহ

মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৬০২) কিবলামুখী হওয়া সালাতের শর্ত। তবে কোন কোন বিশেষ অবস্থা তার ব্যতিক্রম যা সুবিদিত।

এরপর সালাতের উদ্দেশ্যে মনস্থির করে তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত শুরু করতেন । তাকবীর অর্থ আল্লাহু আকবার বলা। তাকবীরের মাধ্যমে সালাত বহির্ভূত সকল কাজ হারাম হয়ে যায় বলে একে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়। প্রথম তাকবীরের পর এর এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাওয়ার সময়ও তিনি তাকবীর দিতেন। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

আল্লাহর রাসূল (সা.) সালাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর রুকূতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন, আবার যখন রুকূ হতে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন। অতঃপর সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতে তাকবীর

বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাকবীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো সালাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয় রাকা'আতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাকা'আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস নং-৭৭৯)

তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাতের তালুকে তিনি কিবলামুখী রেখে কাঁধ অথবা কানের লতি বরাবর উঠাতেন এরপর ডান হাতের তালুকে বাম হাতের ওপরে কবজি অথবা বাহু ধারণ করে উভয় হাত নাভীর নিচে অথবা বুকের ওপর রাখতেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসগুলো হলো-

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِبْنِ وَ ائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

'আবদুল জাববার ইবনু ওয়ায়িল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী (সা.) কে সালাতে দাঁড়িয়ে স্বীয় হাত কাঁধ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কর্ণদ্বয় পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীর বলতে দেখেছেন। (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৭২৪)

এরপর দু'আ ইস্তেফতাহ বা প্রাথমিক দু'আ হিসেবে 'রাসূলুল্লাহ (সা.) মাসনূন দু'আগুলোর কোন একটি পাঠ করতেন। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ. صلى الله عليه وسلم .كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ " .

‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) সালাত শুরু করে বলতেন হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার নাম বরকতময় এবং মাহাত্ম্য সুউচ্চ। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।’ (সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, হাদীস নং-৮০৬) এরপর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতেন। এরপর সূরাহ ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করে আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যেতেন। রুকূতে ইতমিনান বা স্থিরতা অবলম্বন করে **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ**

‘আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।’ তাসবীহটি তিন বা তার অধিকবার পড়তেন । (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৭৪০) রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কখনো রুকূতে উপর্যুক্ত তাসবীহর সাথে অন্যান্য দু‘আও বলতেন। যেমন-

اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي.

‘ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকূ দিলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম, আমার কান, চোখ, মগজ, হাড় ও শিরা-উপশিরা তোমার প্রতি একাগ্রভাবে বিনয়ী হয়েছে।’ (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৭৬০)

এরপর **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** (আল্লাহ শুনেন যে তার প্রশংসা করে) বলে রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দঁড়াতেন এবং বলতেন

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (হে আমার রব! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংশা) কখনো এর সাথে নিম্নের এই দু'আটি পড়তেন।

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

'হে আমাদের রব! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংশা। তোমার প্রশংসা অসংখ্য, উত্তম ও বরকতময়, যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথীবি পূর্ণ করে দেয় এবং এগুলো ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তাও পূর্ণ করে দেয়।' (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৭৬০) এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যেতেন। সিজদায় তিনি তাসবীহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى সহ অন্যান্য দু'আ বলতেন।। (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৭৪০)

কেননা হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন বান্দাহ সিজদারত অবস্থায় তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব এই অবস্থায় তোমরা বেশি বেশি দু'আ কর।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত,হাদীস নং-৭৪৪) এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন। প্রথম সিজদা থেকে

মাথা উঠিয়ে প্রশান্তির সাথে বসতেন। দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক করে নিম্নের দু'আটি পড়তেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.

'ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সা.) দুই সিজদার মাঝে বলতেন হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে সুস্থ ও নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযিক দান কর।' (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৭২৪) দু'আ পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন। সিজদা শেষে আল্লাহু আকবার বলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। এরপর প্রথম রাকা'আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকা'আত পড়তেন। তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকা'আত পড়ে তাশাহুদ পড়তেন। তাশাহুদটি হলো-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

'যাবতীয় মান-মর্যাদা, প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বারাকাত অবতীর্ণ হোক। আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি নেমে আসুক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আমি আরো

সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স:)তার বান্দা ও রাসূল।'(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, হাদীস নং-৬২৬৫)

তাশাহুদ প্রসঙ্গে ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

'রাসূলুল্লাহ (সা.)আমাদেরকে কুরআনের কোন সূরাহ শিক্ষার ন্যায় আমাদেরকে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন।'

(সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৭৮৮) তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন। অন্য কিছু পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাশাহুদের পর তিনি দরূদ পাঠ করতেন। দরূদ হলো-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তার পরিবার পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। তুমি মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজনকে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান কর যেভাবে তুমি ইবরাহীম (আ.) এর পরিবার-পরিজনকে দুনিয়া ও আখিরাতে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত

ও সম্মানিত।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাও'আত, হাদীস নং-৬৩৫৭) সবশেষ রাসূলুল্লাহ (সা.) এক বা একাধিক দু'আ মাছূরা সালাতে পাঠ করতেন। যেমন তিনি বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক অধিক যুল্ম করেছি। আপনি ছাড়া আমার পাপসমূহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। অতএব আপনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আর আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, হাদীস নং-৬৩২৬) কখনো তিনি এই দু'আও পড়তেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

' আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি জাহান্নাম আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর যন্ত্রনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, হাদীস নং-৯২৪)

দু'আ পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) ডানে ও বামে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করতেন। (সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-২৭২)

তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক একজন সাহাবীকে শিখানো সালাত আদায়ের সামগ্রিক পদ্ধতি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। হাদীসটি হলো-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

‘আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সালাত আদায় করে এসে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাম করল। নাবী (সা.) বললেন: ওয়া আলাইকাস সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কারণ তুমি সালাত আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে এসে আবার সালাম করল। তিনি বললেন: ওয়া আলাইকাস সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কারণ তুমি সালাত আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে তাঁকে সালাম করল। তখন সে দ্বিতীয় বারে

অথবা তার পরের বারে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: যখন তুমি সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে, তখন প্রথমে তুমি যথানিয়মে অযূ করবে। তারপর কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকূ করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদা করবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে ধীরস্থিরভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার সালাতের যাবতীয় কাজ সমাধা করবে।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, হাদীস নং-৬২৫১)

ফরয সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক দু'আ ও যিকর করেছেন। তা থেকে কিছু যিকর উল্লেখ করা হলো:

ক. তিনবার أَسْتَغْفِرُاللهَ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) পড়তেন।

খ. এরপর তিনি নিম্নের দু'আটি পড়তেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

'হে আল্লাহ! আপনি প্রশান্তি দাতা, আর আপনার কাছেই রয়েছে সকল প্রকারের শান্তি, আপনি অধিকতর বরকতময়, হে মর্যাদাবান এবং মহানুভব মহিমান্বিত।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, হাদীস নং-৯৩১) তিনি আরো পড়তেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

‘এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার নিকট (সৎকাজ ব্যতিত) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।’ (সহীহ বুখারী, কিতাবুল অযান, হাদীস নং-৮৪৪)

গ. তাসবীহ: সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার একশত বার পূর্ণ করতে নিম্নের দু‘আটি পড়তেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।’ (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, হাদীস নং-৯৩৯)

ঘ. প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী, সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস একবার এবং ফজর ও মাগরিবের

সালাতের পর আয়াতুল কুরসী একবার উক্ত তিনটি সূরাহ তিন বার পড়তেন।

সালাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মানব জাতিকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মহান আল্লাহর 'ইবাদাতের জন্য। এ মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল্লাহ তা'আলা জারি করেছেন বিভিন্ন বিধি-বিধান। এসকল বিধানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম হলো সালাত। সময়ের অল্প ব্যবধানে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয বা বিধিবদ্ধ করার অন্তরালে আল্লাহ তা'আলা যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে। সংক্ষেপে সালাত বিধিবদ্ধ হওয়ার বিশেষ কিছু হিকমাত বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো:

আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত রাখা ও দাসত্ব প্রকাশ করা

সর্বক্ষণিক আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণে রাখা ও দাসত্ব প্রকাশ করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো সালাত। প্রতিদিন বারবার সালাত কায়েমের মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ করে তাঁর ইবাদাতকারী ও প্রিয় বান্দা হওয়ার অনুভ,তি লাভ করে, তেমনি সালাত আল্লাহর স্মরণকে ব্যক্তির হৃদয়ে সদা জাগ্রত রেখে স্রষ্টা ও সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্দ সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে।

এর যথার্থতা ব্যক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

'নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমারই 'ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।' (সূরা ত্বহা: ১৪)

অন্যায়- অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখা

সালাত মুমিনের অন্তর ও মনুষত্বকে শক্তিশালী করতে, কল্যাণকর কাজে উৎসাহ দিতে এবং যাবতীয় অন্যায়- পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সালাতের মধ্যে তার সকল কর্মতৎপরতা যেমন নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী না করে আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার যে প্রশিক্ষণ লাভ করে তা তাকে সালতের বাইরেও সে অনুযায়ী পথ চলতে সাহায্য করে। ফলে ব্যক্তিকে নানাবিধ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখতে সালাতের বিধান ইসলামে ফরয করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

' আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত

রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।’(সূরা আল-আনকাবূত:৪৫)

জামা‘আতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা মুমিনের জীবনে একটি ফরয বিধান । এই সালাত আদায়ের পদ্ধতিগত বিধান হলো জামা‘অতে আদায় করা। শারী‘আহ অনুমোদিত কোনো ওজর বা অপারগতা ছাড়া জামা‘আতে শরিক না হওয়া বৈধ নয়। যে ব্যক্তি জামা‘আত ত্যাগে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে পাপী হিসেবে বিবেচিত। জামা‘আতে সালাত মুসলমানদের মধ্যে সাম্য, আনুগত্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। কেননা ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, ছোট-বড় একই স্থানে ও কাতারে দাঁড়ায়, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি সৃষ্টি করে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিচ্ছিন্নতার বিলুপ্ত ঘটায়। ফরয সালাত জামা‘আতের সাথে আদায়ের বিষয়ে আল-কুরআন ও হাদীসে কঠোর নির্দেশনা এসেছে। জামা‘আতে সালাত আদায় করার তাগিদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

‘আর সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং সালাতে রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।’ (সূরা আল-বাকারা:৪৩)

এমনকি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সম্মুখে থাকা অবস্থায়ও জামা‘আতে সালাত আদায় করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে (সূরা নিসা: ১০২)।

হাদীসে জামা'আতে সালাত আদায় না করা অন্তরে মোহর মেরে দেয়া, গাফেল হওয়া ও মুনাফিকদের আলামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়ও জা মা'আতে হাযির হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। জামা'আতের সাথে সালত পড়ার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদানে এবং তার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অপর দিকে জামা'আত বর্জন ও জামা'আতের সঙ্গে সালাত আদায়ে অবহেলাকারীর বিরুদ্ধে সতর্ককারী হাদীসও এসেছে। জামা'আতে সালাত আদায় করলে এক রাকা'আতে ২৭ রাকা'আতের সাওয়াব লাভ হয়। জামাতবদ্ধভাবে সালাত আদায়ের ব্যাপারে হাদীসে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

১.'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: জামা'আতে সালাত পড়ার ফজিলত একা পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি।' (সুনানু ইবন মাজাহ, আল-মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, হাদীস নং-৭৮১)

عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً فَقَالَ إِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ أَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ثُمَّ أَخْرُجُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانٍ يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَحْرَقْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْتِهَا.

২.‘ইবন উম্মে মাকত,ম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা.) মসজিদে আগমন করে মুসল্লীদের স্বল্পতা দেখে বললেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি লোকদের জন্য কাউকে ইমাম নিযুক্ত করে বেরিয়ে যাই। অতঃপর যে জামা‘আতে সালাত আদায় না করে বাড়ীতে অবস্থান করছে তাকে জ্বালিয়ে দেই। তখন ইবন উম্মে মাকত,ম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার বাড়ী ও মসজিদের মধ্যে খেজুর ও বিভিন্ন বৃক্ষের বাগান রয়েছে। আর সবসময় আমি এমন কাউকেও পাই না যে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। আমাকে কি বাড়িতে সালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া যায়? তিনি বললেন, তুমি কি ইক্বামাত শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন তাহলে সালাতে এসো।’ (মুসনাদু আহমাদ, ইবন উম্মে মাকতূম, হাদীস নং-১৪৯৪৪)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ.

৩.‘আবূ দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে বলতে শুনেছি কোন জনপদে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্তে৷ও তারা জামা‘আতে সালাত আদায়ের

ব্যবস্থা না করলে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জমা‘আতকে আকঁড়ে ধর। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই খেয়ে থাকে। যায়িদাহ (রহ.) বলেন, সায়িব (রহ.) বলেছেন, এখানে জামা‘আত বলতে সালাতের জামা‘আতকেই বুঝানো হয়েছে।’ (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-৪৬০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

৪.‘আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। তারা যদি জানত এ দুই সালাতের মধ্যে কি (সাওয়াব) আছে, তাহলে তারা এ দুই সালাতের জামা‘আতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও হাযির হত।’ (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, হাদীস নং-১০৪১)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

৫. ‘ইবন ‘আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে আসে না তার সালাত সিদ্ধ হবে না। রাবী আব্দুলল্লাহ ইবন‘আববাস (রা.) বলেন ওযর হচ্ছে ভয় ও অসুস্থতা।’ (সুনানু দারাকুতনী, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৫৭৪)

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, ফরয সালাত মসজিদে গিয়ে জামা‘আতবদ্ধভাবে আদায় করা আবশ্যক।

মানব জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও প্রভাব

মানব জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। এটি মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে বা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করার শিক্ষা দেয়। কেননা সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্বপরায়নতা ও একাগ্রতা অর্জনের একটি প্রশিক্ষণ, যা তাকে ইকালীন ও পরকালীন জীবনে সফলতা লাভে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির বার বার প্রতিফলন ঘটায়। মানুষ তার স্রষ্টাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালনে অটল ও অবিচল। সালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। জাগতিক সকল বিপদ-আপদ,বালা-মুসিবাত উত্তরণে সালাতের গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। যা আল-কুরআনের অনেকগুলো আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সালাতের মাধ্যমে ছগীরা তথা ছোট ছোট পাপগুলো থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্পনীয় কল্যাণ

সাধিত হয়। এজন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত কায়েমকে দ্বীন কায়েম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এক কথায় সালাত ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবেই সালাতের প্রভাবে মানব জীবন পরিশীলিত ও উন্নত হয়ে উঠে এবং ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রহ.) যাদুল মা'আদ গ্রন্থে মানব জীবনে সালাতের গুরুত্ব ও প্রভাব অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেন যে, সালাত জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত করে, শরীর সুস্থ ও সুন্দর রাখে, হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি করে। সালাত আদায়কারীর চেহারা সুন্দর ও নুরানী করে। আত্মার শান্তি আনয়ন করে, অঙ্গ-প্রতঙ্গে সজীবতা , দৈহিক দুর্বলতা দূর করে রূহের খোরাক হিসেবে কাজ করে, আল্লাহ তা'আলার দানকৃত নি'আমাতসমূহের হিফাযত করে, তাঁর আযাব ও গযব থেকে হিফাযত করে, শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে বেঁচে রাখে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ সুগম করে দেয়। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খন্ড, পৃ.)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিখানো পদ্ধতিতে সালাত কায়েম করার তৌফিক দিন। আমাদের সালাতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা যেন সংশোধন করে আমরা সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী হতে পারি এবং সালাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আমরা সালাত কায়েমে তৎপর হই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সালাতের ব্যাপারে যাবতীয় উদাসীনতা মুক্ত হয়ে

অধিক যত্নবান হওয়ার সুযোগ দেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ .

যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যতেœর সাথে আদায় করবে, কেয়ামতের সময় এ সালাত তার জন্য আলো হবে, তার ঈমান ও ইসলামের দলিল হবে এবং তার নাজাতের ওসিলা হবে। আর যে যত্নের সাথে নিয়মিত সালাত আদায় করবে না, কেয়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে সালাত তার জন্য আলো হবে না, দলিল হবে না এবং সে আযাব ও শাস্তি থেকে রেহাইও পাবে না। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৫৭৬)

নোট